গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা

বিষয়ঃ অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচলকারী লাইটারেজ জাহাজের ফ্রি টাইম নির্ধারণ ও লাইটারেজ জাহাজের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	শাজাহান খান, এমপি, মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
সময়	ঃ	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
তারিখ	ঃ	১০/০১/২০১৮ খ্রিঃ
স্থান	ঃ	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানান। সভায় জনাব নুর-ই-আলম চৌধুরী মাননীয় সংসদ সদস্য, মহাপরিচালক, নৌ পরিবহন অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কোষ্টাল শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, খুলনা বিভাগীয় অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন মালিক গ্রুপ এবং ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি চট্রগ্রাম এবং মোংলা বন্দরে অপেক্ষমান বিভিন্ন পণ্যবাহী মাদার ভেসেল এবং লাইটার/ইনল্যান্ড কার্গো জাহাজের বর্তমান অবস্থান, ফ্রি টাইম নির্ধারণ ও লাইটার জাহাজের সংকট ও সর্বোত্তম ব্যবহার এর বিষয়ে আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, অধিদপ্তর ও বিভিন্ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিকে আহবান জানান।

০২. চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতিনিধি গত ০২/০১/২০১৮ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি আমদানীকৃত সার/অন্য পণ্যসহ সংস্থা/আমদানীকারক কর্তৃক গন্তব্য স্থলে সংশ্লিষ্ট ঘাটে ব্যাগিং করার পরামর্শ দেন। জাহাজের চাহিদা প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় লাইটার জাহাজ ডব্লিউটিসি কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করা এবং ১০ দিনের মধ্যে লাইটার জাহাজ পণ্য খালাস করে সংশ্লিষ্ট বন্দরে ফেরৎ আনার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৩. বিআইডব্লিউটিএ এর চেয়ারম্যান লাইটার জাহাজের ফ্রি টাইম নির্ধারণ ও লাইটার জাহাজের ব্যবহার সর্বোত্তম নিশ্চিত করার ব্যাপারে চট্রগ্রাম/মংলা বন্দর থেকে বোঝাই করা পণ্য অভ্যন্তরীণ বন্দরে অতি দ্রুত খালাস করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি নগরবাড়ী, বাঘাবাড়ী, আশুগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, নোয়াপাড়া খুলনা বন্দরে দ্রুত মালামাল খালাসের অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাদি দিবেন বলে আশ্বস্ত করেন। তিনি জাহাজের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য খালাসের ব্যাপারে সময় নির্ধারণে বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশনের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

০৪. মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে প্রতি বছর চট্টগ্রাম বন্দরে লাইটার জাহজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত জাহাজগুলো থেকে সঠিক সময়ে পণ্য খালাস করতে আরও অধিক পরিমান লাইটার জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে লাইটার ভেসেলগুলি অনেক ক্ষেত্রে পণ্যের মালিকগণ কর্তৃক ভাসমান গুদাম হিসাবে ব্যবহার করছে। যেটা প্রতিরোধ করা অতীব প্রয়োজন। পাশাপাশি চার্টার মালিকদেরকে একই সঙ্গে দ্রুত পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে পণ্য মালিকদের উপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখতে হবে । এ কারণে পণ্য খালাসের সময় সীমা পুনরায় রিভিউ করা প্রয়োজন।

০৫. মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নূর-ই-আলম চৌধুরী পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে ফ্রি টাইম পুনঃ বিবেচনা করত খালাসের সময় নির্ধারণ এবং জরিমানা ধার্যের বিষয়ে নিম্নরুপ প্রস্তাব করেন ঃ

ক) ০১ মেট্রিক টন হতে ১২০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজের ২য় ট্রিপ বর্তমানে ২০ দিন এর পরিবর্তে ১২ দিন করা;

খ) ১২০১ মেট্রিক টন হতে ১৮০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজের ২য় ট্রিপ বর্তমানে ২২ দিন এর পরিবর্তে ১৪ দিন করা;

গ) ১৮০১ মেট্রিক টন হতে ২৪০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজের ২য় ট্রিপ বর্তমানে ২৪ দিন এর পরিবর্তে ১৫ দিন করা;

ঘ) ২৪০১ মেট্রিক টন বা তদুর্দ্ধ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজের ২য় ট্রিপ বর্তমানে ২৮ দিন এর পরিবর্তে ২০ দিন করা;

ঙ) কোন জাহাজের ২য় ট্রিপ অর্জিত হওয়ার পরেও যদি জাহাজ খালাস না হয় তা হলে পরবর্তী ১০ দিন অতিক্রান্ত হলে সকল ধারণ ক্ষমতার জাহাজকে ৩য় ট্রিপের আওতায় আনার অর্থাৎ ২য় ট্রিপ হওয়ার পর পণ্য খালাসে ১০ দিন বেশী সময় ব্যয় হলে ঐ জাহাজের ৩য় ট্রিপ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

০৬. জনাব নূর-ই-আলম চৌধুরী আরও বলেন মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১২-০৫-২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নকশা অনুমোদনের যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল ঐ কমিটিতে মালিক সমিতির প্রতিনিধিত্বকে জাহাজের ধরণ অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করে স্ব-স্ব সমিতির চাহিদা ও প্রয়োজনের সুপারিশ বিবেচনা করে নৌ পরিবহন অধিদপ্তর বছর ভিত্তিক নতুন জাহাজের নকশা অনুমোদনের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। তবে ২০০০ মেট্রিক টনের উর্দ্ধের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ নির্মাণ করতে হলে ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটির মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন বাল্কহেডের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন রোধ করার জন্য নৌ পরিবহন অধিদপ্তরকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং বন্দর ও ভারত গমণে বাল্কহেডকে রোধ করার জন্য কোষ্টগার্ড ও বাংলাদেশ নেভীর সাহায্য গ্রহণ করা হবে। চট্রগ্রাম বন্দরের উপর চাপ কমানোর জন্য মংলা ও পায়রা বন্দরে মোট আমদানীর ৪০% চট্রগ্রাম বন্দর এবং মংলা বন্দর ৪০% এবং পায়রা বন্দরের মাধ্যমে ২০% পণ্য পরিবহনের নীতিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করেন।

০৭. বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি চট্রগ্রাম বন্দরে যানজট কমানোর জন্য ১৫ (পনের) বছরের উর্দ্ধে এবং মোডিফিকেশন নৌযানগুলিকে বে-ক্রসিং করার অনুমতি দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেন। বিষয়টি আলোচিত হয় তবে এ বিষয়ে অধিদপ্তরের প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণের পক্ষে সকলে মত প্রকাশ করে।

৮.০ সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ঃ

৮.১ অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচলকারী লাইটারেজ জাহাজের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পণ্য খালাসের সময় সীমা ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ভাবে নির্ধারণ করা হলো ঃ

ক। ০১ মেট্রিক টন হতে ১২০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজের ২য় ট্রিপ বর্তমানে ২০ দিনের পরিবর্তে ১২ দিন;
খ। ১২০১ মেট্রিক টন হতে ১৮০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজের ২য় ট্রিপ বর্তমানে ২০ দিনের পরিবর্তে ১৪ দিন;
গ। ১৮০১ মেট্রিক টন হতে ২৪০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজের ২য় ট্রিপ বর্তমানে ২৪ দিনের পরিবর্তে ১৬ দিন;
ঘ। ২৪০১ মেট্রিক টন বা তদুর্দ্ধ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজের ২য় ট্রিপ বর্তমানে ২৮ দিনের পরিবর্তে ২০ দিন;
ঙ। কোন জাহাজের ২য় ট্রিপ অর্জিত হওয়ার পরেও যদি জাহাজ খালাস না হয় তা হলে পরবর্তী ১০ দিন অতিক্রান্ত হলে সকল ধারণ ক্ষমতার জাহাজকে ৩য় ট্রিপের আওতায় আনা হবে। অর্থাৎ ২য় ট্রিপ হওয়ার পর পণ্য খালাসে ১০ দিন বেশী সময় ব্যয় হলে ঐ জাহাজের ৩য় ট্রিপ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

৮.২ বালুবাহী নৌযানগুলি চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দরের মাদার ভেসেল থেকে পণ্য খালাস থেকে বিরত রাখার জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে নৌপরিবহন অধিদপ্তর জরুরী নৌ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।

৮.৩ মোডিফিকেশনকৃত জাহাজ এবং ১৫ (পনের) বছরের উর্দ্ধের অভ্যন্তরীণ লাইটার জাহাজগুলিকে মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, জাহাজ/ইঞ্জিনের সক্ষমতা বিবেচনায় বে-ক্রসিং এর অনুমোদনের বর্তমান নীতিমালা অনুসরণ করবেন।

৮.৪ অভ্যন্তরীণ কার্গো জাহাজের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ২০০০ টন জাহাজ ধারণ ক্ষমতার নকশা অনুমোদন ও নির্মাণ কাজ ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটি গঠনের বিষয় ত্বরান্বিত করতে হবে।

৮.৫ যাত্রী, কার্গো ও ট্যাংকার জাহাজের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে জাহাজের ধারণ ক্ষমতা, চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত তিনটি কমিটি গঠন করা হলো । উক্ত কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতি বছর একবার কি পরিমাণ এবং কোন ক্যাটাগরীর/ক্যাপাসিটির নকশা অনুমোদন করবে সে বিষয়ে নৌ পরিবহন অধিদপ্তরে সুপারিশ প্রদান করবে।

৮.৫.১ যাত্রীবাহী জাহাজের নকশা অনুমোদনের জন্য কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপঃ

(১) নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি-আহবায়ক
(২) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়) প্রতিনিধি
(৩) বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধি
(৪) বিআইডব্লিউটিসি এর প্রতিনিধি
(৫) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ যাত্রী পরিবহন সংস্থা (যাপ) এর প্রতিনিধি
(৬) বাংলাদেশ লঞ্চ মালিক সমিতি এর প্রতিনিধি

৮.৫.২ মালবাহী জাহাজের নকশা অনুমোদনের জন্য কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপঃ

(১) নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি-আহবায়ক
(২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(৩) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়) প্রতিনিধি
(৪) শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(৫) চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতিনিধি
(৬) মোংলা বন্দরের প্রতিনিধি
(৭) পায়রা বন্দরের প্রতিনিধি
(৮) বিআইডব্লিউটিসির প্রতিনিধি

(৯) কোষ্টাল শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি
(১০) বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন
(১১) বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন (বিসিভোয়া) এর প্রতিনিধি
(১২) খুলনা বিভাগীয় অভ্যন্তরীণ কার্গো পরিবহন মালিক গ্রুপ এর প্রতিনিধি

৮.৫.৩ তৈলবাহী জাহাজের নকশা অনুমোদনের জন্য কমিটির সুপারিশ নিম্নরুপঃ

(১) নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি-আহবায়ক
(২) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়) প্রতিনিধি
(৩) বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধি
(৪) চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতিনিধি
(৫) মোংলা বন্দরের প্রতিনিধি
(৬) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অথবা পদ্মা/ মেঘনা /যমুনা এর প্রতিনিধি
(৭) বাংলাদেশ অয়েল ট্যাংকার ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি
(৮) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি

৯. সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ।
(শাজাহান খান, এমপি)
মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

নং-১৮.০১৯.০০৬.০০.০০.০০৫.২০১৩- ১১৭

তারিখ ঃ ০৬ ফাল্গুন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮খ্রিঃ।

বিতরণ ঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১) জনাব নূর-ই-আলম চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য ও চেয়ারম্যান, অনুমতি হিসাব কমিটি, জাতীয় সংসদ ও উপদেষ্টা, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপ ওয়ার্নাস এসোসিয়েশন।
২) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৩) চেয়ারমান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৪) চেয়ারমান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাগেরহাট, মোংলা।
৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬) মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭) জনাব এস.পি মাহবুব উদ্দিন, বীরবিক্রম, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওর্নাস এসোসিয়েশন, ১৫/৫, বিজয়নগর, আকরাম টাওয়ার ৬ষ্ঠ তলা, রুম নং-১ ও ২, ঢাকা-১০০০।
৮) জনাব নাসির আহমেদ চৌধুরী, সভাপতি, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন, চন্দ্রশীলা সুবাস্তু টাওয়ার (৪র্থ তলা), ৬৯/১,পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা।
৯) জনাব মোঃ ওয়াহিদ মিয়া, সেক্রেটারি, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন, চন্দ্রশীলা সুবাস্তু টাওয়ার (৪র্থ তলা), ৬৯/১,পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা।
১০) জনাব মীর সায়দুর রহমান, ৫/৮ গজনবী রোড, কলেজগেইট মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১১) জনাব বাসু দেব ব্যানার্জি, কোস্টাল শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ১০ তলা, রুম নং- ০৯/০৬ ৬১, বিজয়নগর, ঢাকা।
১২) জনাব নাজমুল হোসেন হামধু, সোহাগ ট্রেডিং কোম্পানী, স্কাইলার পয়েন্ট, ২৪/এ, বিজয়নগর, ঢাকা।
১৩) জনাব এসকে সোহেল উদ্দিন, নৌ মালিক গ্রুপ, ভবন ৬৯, খান এ-সবুর রোড, খুলনা।
১৪) জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা, নৌ মালিক গ্রুপ, ভবন ৬৯, খান এ-সবুর রোড, খুলনা।
১৫) জনাব ওয়াহিদুজ্জামান, নৌ মালিক গ্রুপ, ভবন ৬৯, খান এ-সবুর রোড, খুলনা।
১৬) জনাব তওহিদ আনোয়ার, উপদেষ্টা, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল, কাদেরী চেম্বার, ৪র্থ তলা, ৩৭ আগ্রাবাদ, সি/এ, চট্টগ্রাম।
১৭) জনাব বেলায়েত হোসেন, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল, কাদেরী চেম্বার, ৪র্থ তলা, ৩৭ আগ্রাবাদ, বা/এ, চট্টগ্রাম।
১৮) জনাব ইকবাল, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওর্নাস এসোশিয়েশন, ১১৫/২৩, মতিঝিল ইনার সকুর্লার রোড, ঢাকা।

১৯) জনাব নুরুল হক, মহাসচিব, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওর্নাস এসোসিয়েশন, ১৫/৫, বিজয়নগর, আকরাম টাওয়ার ৬ষ্ঠ তলা, রুম নং-১ ও ২, ঢাকা-১০০০।

২০) জনাব জি,এম, সরোওয়ার,সহঃমহাসচিব, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওর্নাস এসোসিয়েশন, ১৫/৫, বিজয়নগর, আকরাম টাওয়ার ৬ষ্ঠ তলা, রুম নং-১ ও ২, ঢাকা-১০০০।

২১) জনাব কাজী করিম, সহসভাপতি, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওর্নাস এসোসিয়েশন, ১৫/৫, বিজয়নগর, আকরাম টাওয়ার ৬ষ্ঠ তলা, রুম নং-১ ও ২, ঢাকা-১০০০।

২২) পরিচালক (ট্রাফিক), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।

২৩) সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৪) টার্মিনাল ম্যানেজার, পানগাঁও আইসিটি, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

২৫) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাণিজ্যিক) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৬) যুগ্মসচিব (জাহাজ/চবক) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮.০২.১৮

(মোঃ আনোয়ারুল ইমলাম)
উপসচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৭৮৬।